দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

রংপুরে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাত শিক্ষককে পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

■ রংপুর প্রতিনিধি

চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মাঝে নিয়মবহির্ভূত উপায়ে উত্তরপত্র সরবরাহের অভিযোগে রংপুরের দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাতজন শিক্ষককে পাবলিক পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সালমা জাহান স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি পত্র দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় রংপুর পুলিশ লাইন স্কুল এ্যান্ড কলেজ এবং কালেক্টরেট স্কুল এ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র সরবরাহ করা হয়। পুলিশ লাইন স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার আসন কালেক্টরেট স্কুল এ্যান্ড কলেজে এবং কালেক্টরেট স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের আসন ছিল পুলিশ লাইন স্কুল এ্যান্ড কলেজে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালকের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, এই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র সরবরাহ করেন। এ ঘটনায় দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাতজন শিক্ষক জড়িত ছিলেন। এর মধ্যে পুলিশ লাইন স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষক শাহানারা বেগম, বাদল কুমার চন্দ্র, এ কে এম রবিউল আলম, বিজন কুমার ও জাহাঙ্গীর আলম এবং কালেক্টরেট স্কুল এ্যান্ড কলেজের শিক্ষিকা ফেরদৌসী বেগম ও মনিরা পারভীন।

এ ব্যাপারে গতকাল বুধবার রংপুর পুলিশ লাইন স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জালাল উদ্দিন আকবরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি পাঁচ শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ পাওয়ার পর তাদের পাবলিক পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

কালেক্টরেট স্কুল এ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম জানান, শিক্ষিকা ফেরদৌসী বেগম ও মনিরা পারভীনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। তারা কোনোভাবেই উত্তরপত্র সরবরাহের কাজে জড়িত থাকতে পারে না। এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে আমার কেন্দ্রে উত্তরপত্র সরবরাহের মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি। একটি কুচক্রী মহল আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে এমন অপচেষ্টা চালাচ্ছে।